দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) প্রকল্প-এর

প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন

প্রকল্প এরিয়া ঃ

ডুমুরিয়া ও রূপসা উপজেলা
খুলনা।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ
০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রীঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ-

সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ)
বাড়ী নং-৪৪৫, রোড নং-২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ)
খালিশপুর, খুলনা-৯০০০

অর্থায়নে ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রতিবেদন প্রণয়নে ঃ

সৈয়দ রবিউল ইসলাম
প্রোগ্রাম অফিসার
সিডোপ, খুলনা

প্রতিবেদন প্রদানকারী ঃ

নির্বাহী পরিচালক
সিডোপ, খুলনা

তারিখ ঃ
১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রীঃ

ভুমিকা ঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের খাদ্য সহায়তা প্রদানের (রিলিফ) জন্য এ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন/Vulnerable Group Development (VGD) Programme হিসেবে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ভিজিডি কর্মসূচি একটি জাতীয় কর্মসূচি, যার ব্যাপ্তি সমগ্র বাংলাদেশে। ভিজিডি কর্মসূচি, বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি বৃহত্তর সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যেটি সম্পূর্ণরুপে আর্থ-সামাজিক ভাবে দুঃস্থ পরিবার বিশেষত: মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। মহিলারা ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র দলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ভিজিডি মহিলারা সেবা গ্রহণে পাশাপাশি ১৮ মাস ধরে মাসিক ৩০ কিলোগ্রাম চাল খাদ্য সহায়তা পেয়ে থাকে। এই সময়কালকে একটি ভিজিডি চক্র হিসাবে গণ্য করা হয়। বর্তমান চক্রে সমগ্র দেশব্যাপী ১০,০০০০০ (দশ লক্ষ) জন ভিজিডি মহিলা ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত উন্নয়ন প্যাকেজ সেবাসমূহ (যেমন-জীবন দক্ষতা, আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও ঋনের সুযোগ সৃষ্টি) পাবেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগী মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা টেকসই করার লক্ষ্যে জতীয় উন্নয়নের মুল স্রোতধারায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

ভিজিডি প্রকল্পের প্রকল্প অবহিতকরণ সভার একটি আলোকচিত্র

এই প্রকল্পটি (Sustainable Development Goals) এর ১ ও ২ নম্বর লক্ষ্য যথাক্রমে অতি দারিদ্র বিলোপ ও ক্ষুধামুক্তি এ দুটি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণাঞ্চলের স্বনামধন্য সিডোপ সংস্থা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অর্থায়ণে ভিজিডি উপকারভোগীদেও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ১৮৭৬ টি কার্ড এবং রুপসা উপজেলায় ৩৫১ টি কার্ডের মাধ্যমে প্রতিটি কার্ডধারীদের ৩০ কেজি চাল প্রদান করে দুঃস্থ মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরের চিত্রে প্রকল্প অবহিতকরণ সভায় প্রকল্প সর্ম্পকে অবহিত করা হচ্ছে

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ভিজিডি উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাই হলো কর্মসুচির মূল লক্ষ্য। কর্মসুচির মূল উদ্দেশ্য হলো উপকারভোগীদের আত্ন-কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়ে/ট্রেডে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ সহায়তা প্রদান ও খাদ্য বিতরণে অংশগ্রহণ ছাড়াও অন্যান্য সহায়তা মূলক সেবা প্রদান করে ভিজিডি মহিলাদের উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশি্ক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা ।

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ ঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম গুলো ঃ

- প্রতি জন কার্ডধারীদের জন্য প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল।
- প্রতি মাসে ২০০/= টাকা করে সঞ্চয় করা ও সঞ্চয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
- আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।
- সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।

চাল বিতরন ও সঞ্চয় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঃ

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯

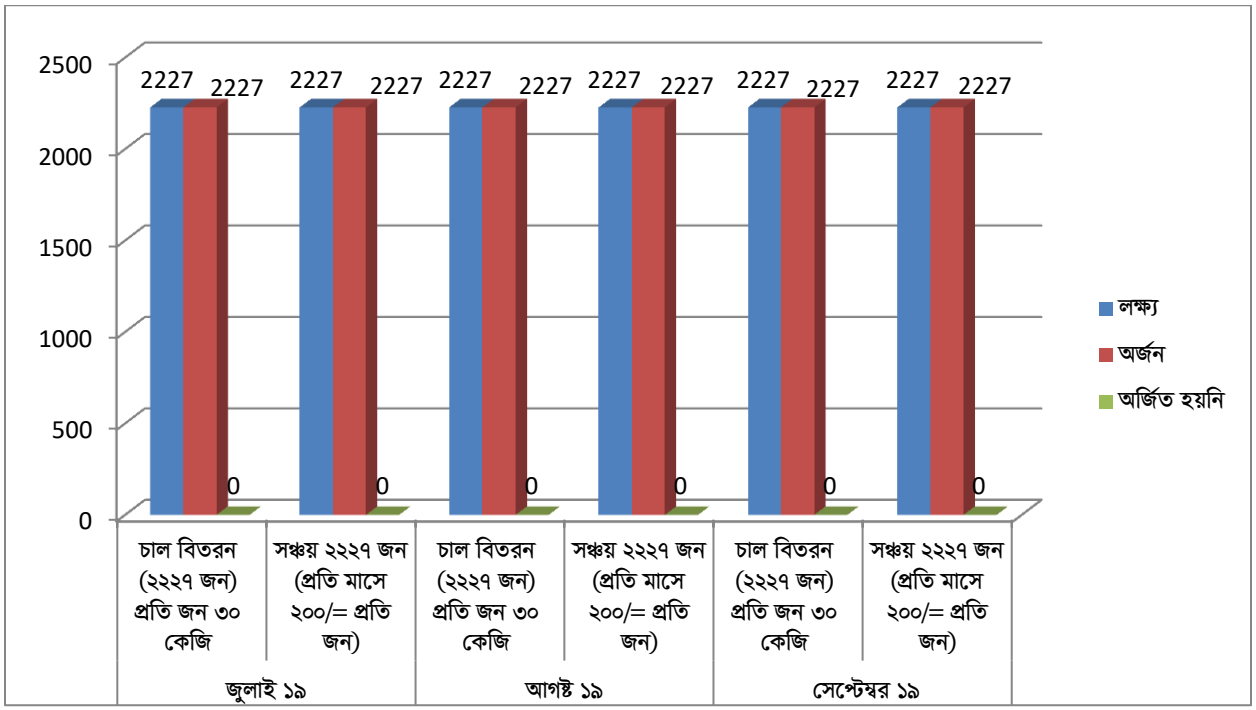

গ্রাফ চিত্রঃ ১.১

উপরের গ্রাফ চিত্র ১.১ দেখা যাচ্ছে যে, যথাক্রমে জুলাই, আগষ্ট, ও সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে চাল বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২২৭ জন এবং ২২২৭ জনকেই ৩০ কেজি (প্রতিজন) করে চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও

এই কোয়ার্টারে সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল কার্ডধারী ২২২৭ জনকে প্রতি জন ২০০/- করে এবং এই কার্যক্রমটিও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে শত ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ চাল বিতরণ ও সঞ্চয় ঃ

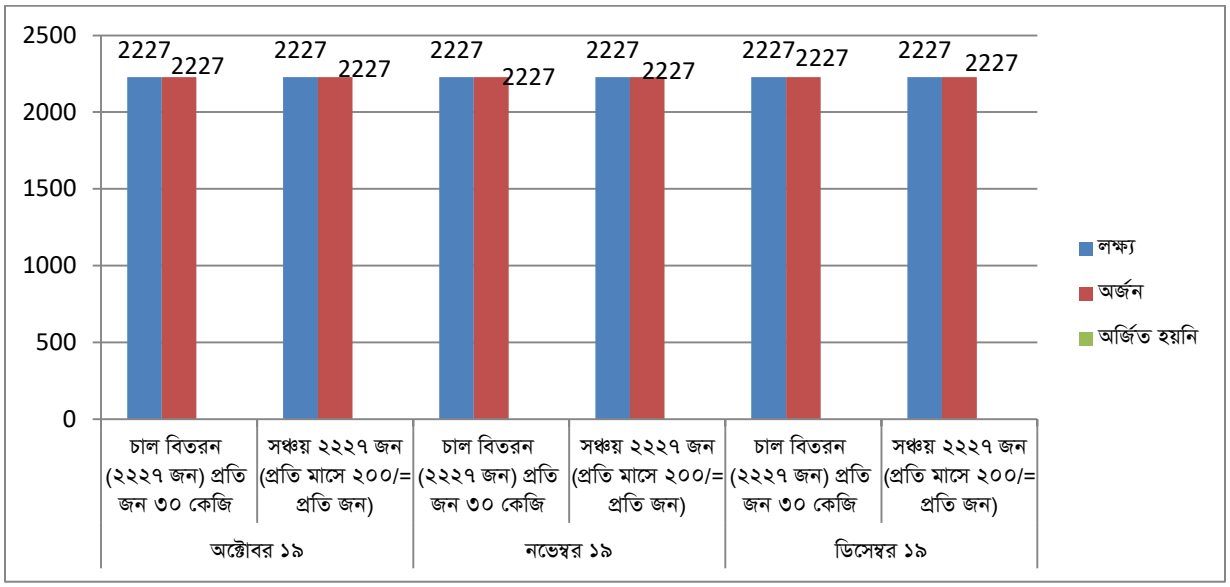

চিত্রঃ ১.২

১.২ গ্রাফ চিত্র অনুযায়ী প্রকল্পের ২য় কোয়ার্টার অর্থ্যাৎ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ সালে চাল বিতরণ ও সঞ্চয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০২০ চাল বিতরণ এবং সঞ্চয় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

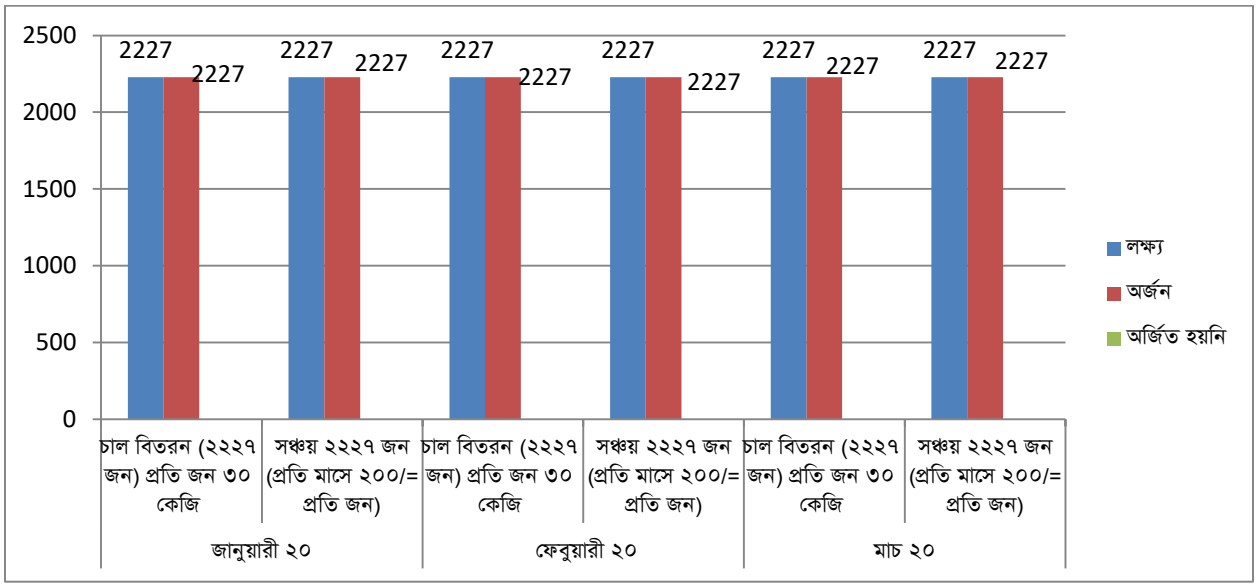

চিত্র ঃ ১.৩

১.৩ নং চিত্রে জানুয়ারী ২০২০ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত চাল বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা ও সঞ্চয়ের কার্যক্রম শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

এপ্রিল থেকে জুন ২০২০ ৪র্থ কোয়াটারে চাল বিতরন ও সঞ্চয় কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ঃ

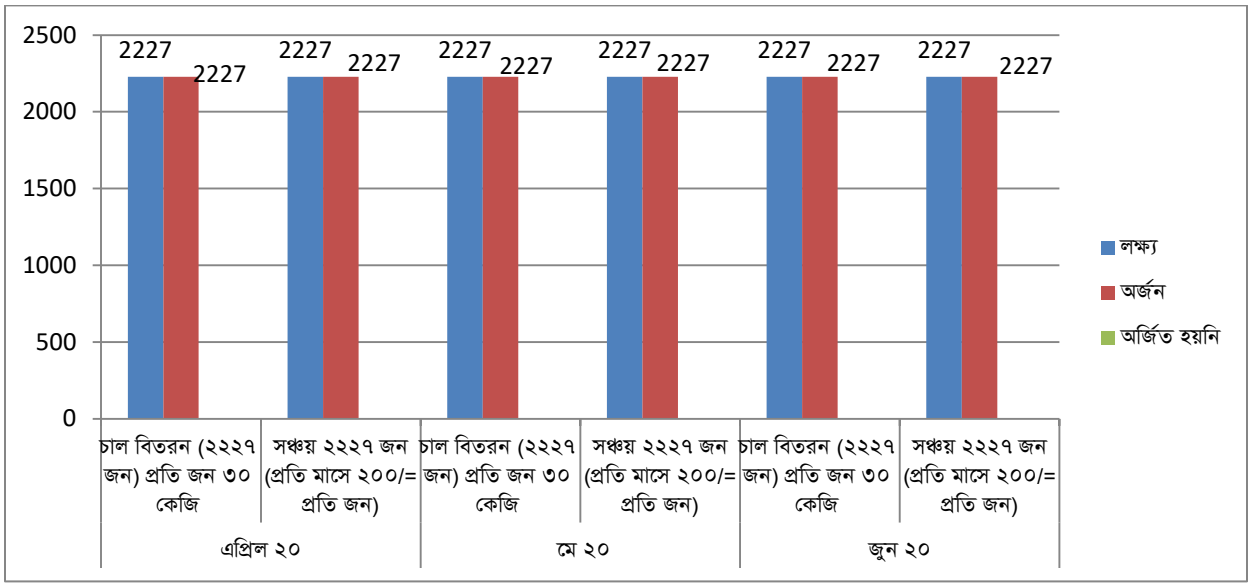

চিত্র ঃ ১.৪

চিত্র ১.৪ এ এপ্রিল ২০২০ থেকে জুন ২০২০ এ ৪র্থ কোয়ার্টারে চাল বিতরণ ও সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্পের চাহিদা মাফিক অর্জিত হয়েছে।

জুলাই ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বরও ২০২০ পর্যন্ত চাল বিতরণ ও সঞ্চয় সংগ্রহ ঃ

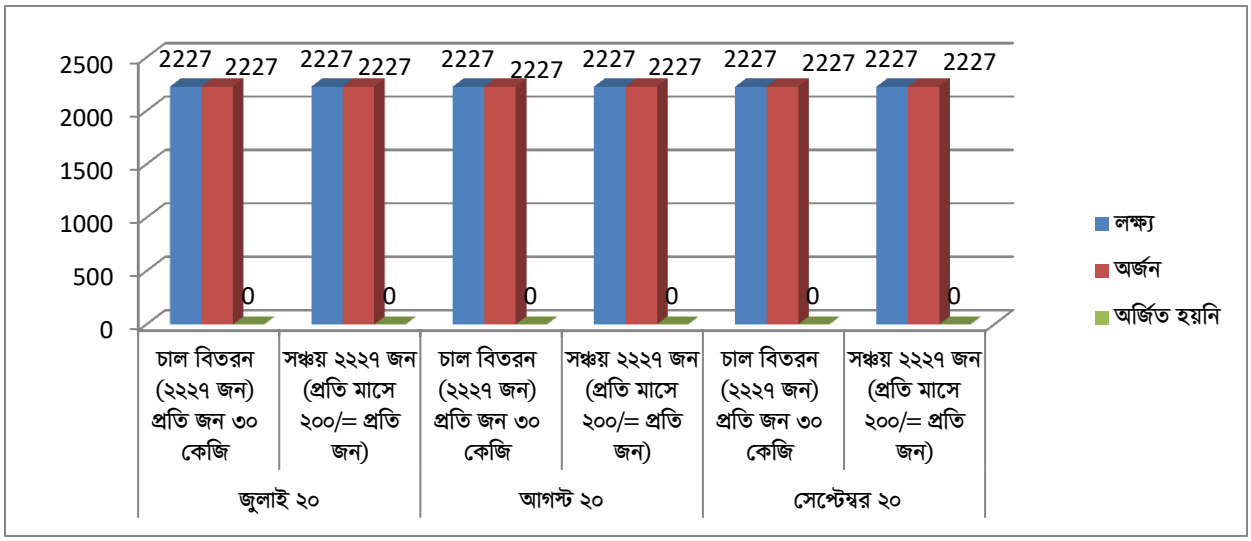

চিত্র ঃ ১.৫

চিত্র ১.৫ এ ৫ম কোয়ার্টারে মাস ভিত্তিক চাল বিতরন ও সঞ্চয়ে শতভাগ অর্জন হয়েছে। প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীগণ তাদের নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে উপকার ভোগীদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন এবং তাদের সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফলে শতভাগ সঞ্চয় এর লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত চাল বিতরন ও সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঃ

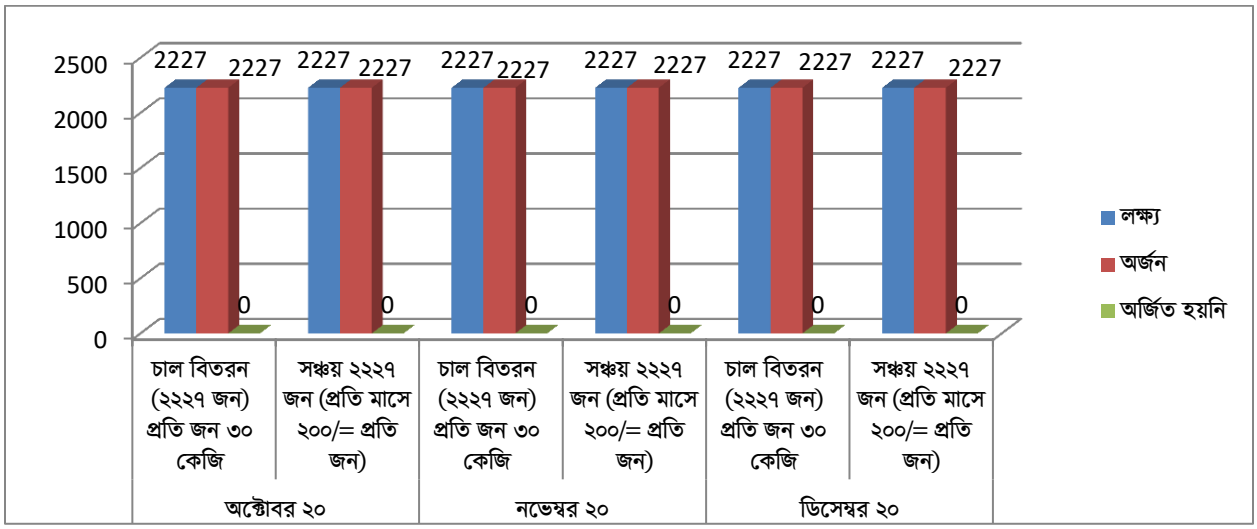

চিত্র ঃ ১.৬

চিত্র ১.৬ এ ৬ ষ্ঠ কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চাল বিতরণ ও সঞ্চয় শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

ভিজিডি প্রকল্পে দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ৩ ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যেমন: (১) গরু ও ছাগল পালন (২) বাড়ীর পাশে সবজি চাষ (৩) দেশি মুরগি ও হাঁস পালন। এ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা যেন তাদের দারিদ্রতা নিরসন করতে পারে।

চিত্রে ১.৭ এ আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

গরু ও ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

দুঃস্থ ও দরিদ্র মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে গরু ও ছাগল পালন বিষয়ক ০৮ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল তারা সফলভাবে এ প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু ও ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হবে এবং নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা মেটাবে। চিত্রে দেখা যায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ২২২৭ জন । তারা সকলেই এ প্রশিক্ষণটি নিয়েছে ।

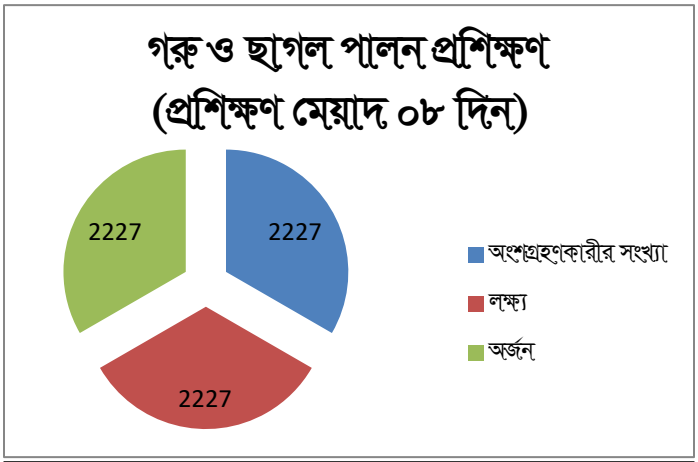

চিত্রে ১ ৮ এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা লক্ষ্য ও অর্জন দেখানো

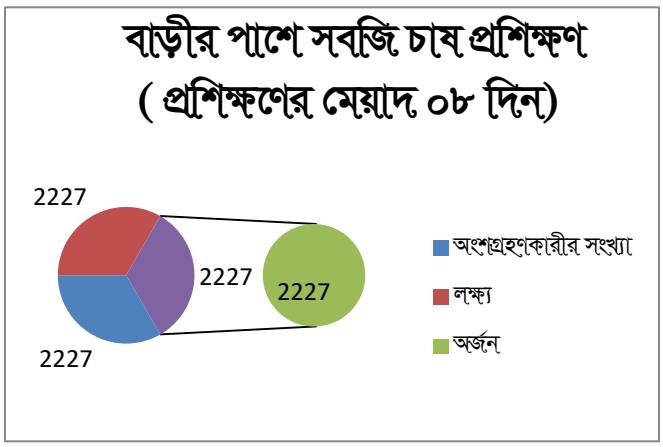

চিত্রে ১.৯ এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, লক্ষ্য ও অর্জন দেখানো

বাড়ীর পাশে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

আমাদের বাড়ীর পাশে অনেক পতিত জমি পড়ে থাকে। সেখানে যদি আমরা সবজি চাষ করি তাহলে যেমন নিজের প্রয়োজন মিটে তেমনি বিক্রি করে কিছু টাকা আয় করা যায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২২২৭ জন উপকার ভোগীকে সাবলম্বী করার জন্য বাড়ীর পাশে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চিত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০% উপকার ভোগীকে বাড়ীর পাশে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

দেশি মুরগি ও হাঁস পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

দেশি মুরগি ও হাঁস পালনের মাধ্যমে একটি পরিবারে ডিম ও মাংসের যোগান দেওয়া যেমন সহজ তেমনি অভাবের সময় তা বিক্রি করে বহুবিধ প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উপকার ভোগীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য দেশি মুরগি ও হাঁস পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে ২২২৭ জন উপকারভোগী সকলকেই এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

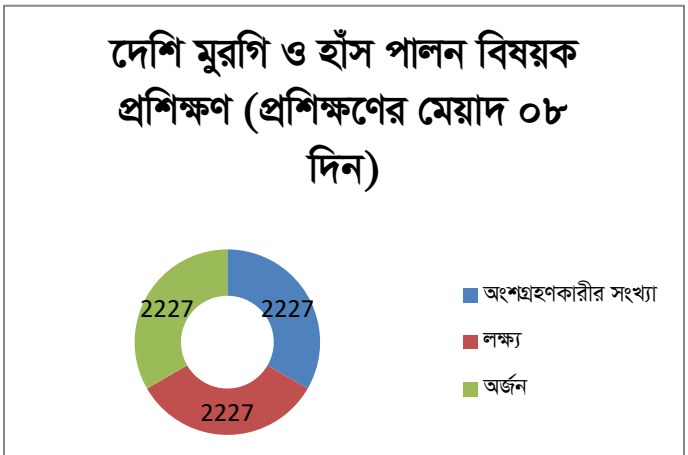

চিত্রে ১.১০ এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, লক্ষ্য ও অর্জন দেখানো

প্রকল্পের কিছু আলোকচিত্র ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৫, শেরে বাংলা রোড, খুলনা।

অভিজ্ঞতার প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ)** অফিসের ঠিকানা- বাড়ী নং-৪৪৫, রোড নং-২৪, মুজগুন্নী আবাসিক এলাকা, খালিশপুর, খুলনা। বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংস্থা। যার রেজি: নং- ২৯৭৭ তারিখ: ২৯/১০/২০১৬খ্রি:। সংস্থাটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ চক্রে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে এবং রূপসা উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের আয়বৃদ্ধি, জীবন দক্ষতা এবং সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সততা ও সুনামের সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া সংস্থাটি উপকারভোগী মহিলাদের নিকট থেকে সঞ্চয় আদায় করে ব্যাংকে জমা করতে সাহায্য করছে।

আমি উক্ত সংস্থার সার্বিক সাফল্য ও উন্নতি কামনা করি।

নার্গিস ফাতেমা জামিন
উপপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা।

প্রাপক :

সভাপতি/ নির্বাহী পরিচালক
সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ)
বাড়ী নং-৪৪৫, রোড নং-২৪,
মুজগুন্নী আবাসিক এলাকা, খালিশপুর, খুলনা।

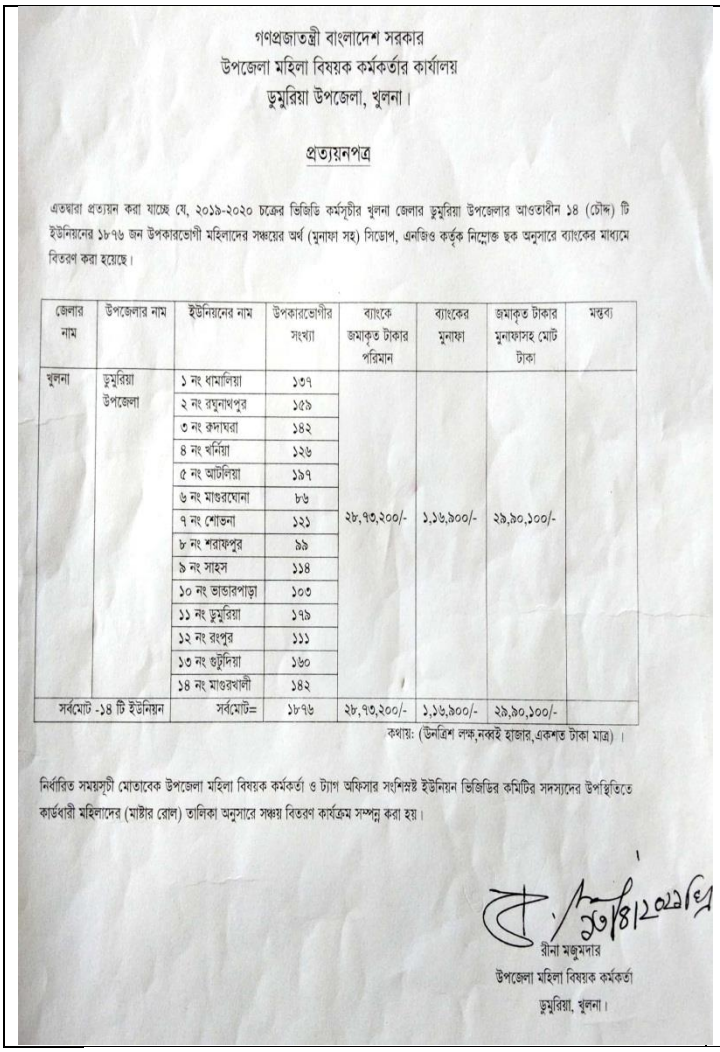

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা।

প্রত্যয়নপত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০২০ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার আওতাধীন ১৪ (চৌদ্দ) টি ইউনিয়নের ১৮৭৬ জন উপকারভোগী মহিলাদের সঞ্চয়ের অর্থ (মুনাফা সহ) সিডোপ, এনজিও কর্তৃক নিম্নোক্ত ছক অনুসারে ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	ব্যাংকে জমাকৃত টাকার পরিমান	ব্যাংকের মুনাফা	জমাকৃত টাকার মুনাফাসহ মোট টাকা	মন্তব্য
খুলনা	ডুমুরিয়া উপজেলা	১ নং ধামালিয়া	১৩৭	২৮,৭৩,২০০/-	১,১৬,৯০০/-	২৯,৯০,১০০/-	
		২ নং রঘুনাথপুর	১৫৯				
		৩ নং রুদাঘরা	১৪২				
		৪ নং খর্নিয়া	১২৬				
		৫ নং আটলিয়া	১৯৭				
		৬ নং মাগুরঘোনা	৮৬				
		৭ নং শোভনা	১২১				
		৮ নং শরাফপুর	৯৯				
		৯ নং সাহস	১১৪				
		১০ নং ভান্ডারপাড়া	১০৩				
		১১ নং ডুমুরিয়া	১৭৯				
		১২ নং রংপুর	১১১				
		১৩ নং গুটুদিয়া	১৬০				
		১৪ নং মাগুরখালী	১৪২				
সর্বমোট -১৪ টি ইউনিয়ন		সর্বমোট=	১৮৭৬	২৮,৭৩,২০০/-	১,১৬,৯০০/-	২৯,৯০,১০০/-	

কথায়: (উনত্রিশ লক্ষ,নব্বই হাজার,একশত টাকা মাত্র)।

নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও ট্যাগ অফিসার সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন ভিজিডির কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে কার্ডধারী মহিলাদের (মাষ্টার রোল) তালিকা অনুসারে সঞ্চয় বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

১৩/৪/২০২১ইং

রীনা মজুমদার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
ডুমুরিয়া, খুলনা।

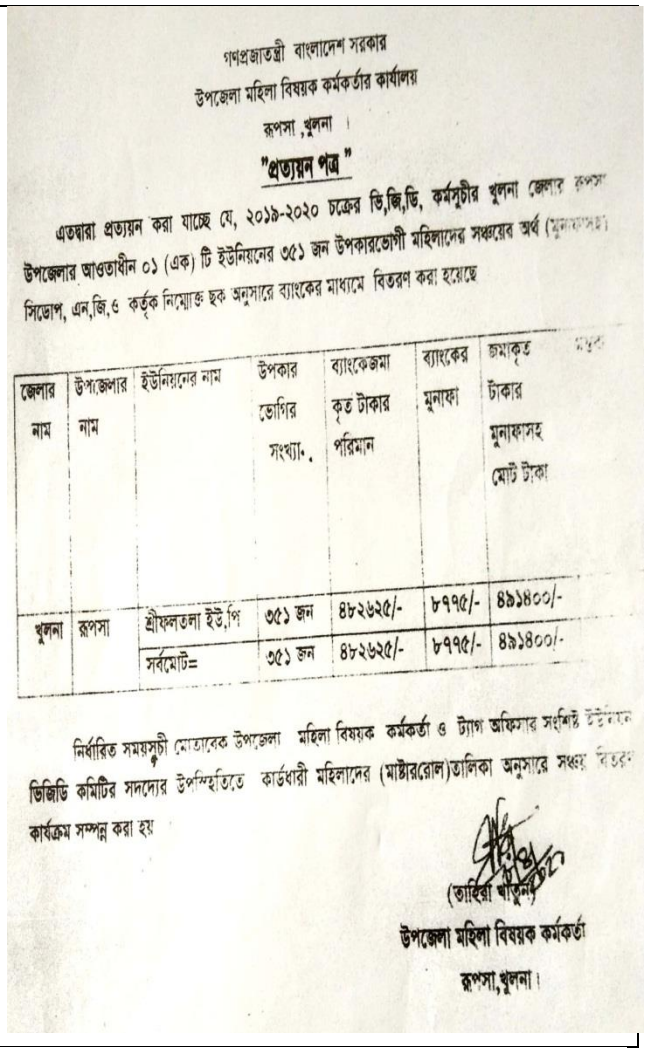

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
রূপসা ,খুলনা ।

"প্রত্যয়ন পত্র"

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০২০ চক্রের ভি,জি,ডি, কর্মসূচীর খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার আওতাধীন ০১ (এক) টি ইউনিয়নের ৩৫১ জন উপকারভোগী মহিলাদের সঞ্চয়ের অর্থ (মুনাফাসহ) সিডোপ, এন,জি,ও কর্তৃক নিম্নোক্ত ছক অনুসারে ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	উপকার ভোগির সংখ্যা.	ব্যাংকেজমা কৃত টাকার পরিমান	ব্যাংকের মুনাফা	জমাকৃত টাকার মুনাফাসহ মোট টাকা
খুলনা	রূপসা	শ্রীফলতলা ইউ,পি	৩৫১ জন	৪৮২৬২৫/-	৮৭৭৫/-	৪৯১৪০০/-
		সর্বমোট=	৩৫১ জন	৪৮২৬২৫/-	৮৭৭৫/-	৪৯১৪০০/-

নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও ট্যাগ অফিসার সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির সদস্যের উপস্থিতিতে কার্ডধারী মহিলাদের (মাষ্টাররোল)তালিকা অনুসারে সঞ্চয় বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়

(তাহিরা খাতুন)
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
রূপসা,খুলনা।

উপসংহার ঃ

পরিশেষে বলা যায়, এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীরা যেমন খাদ্য সহায়তা পেয়ে তাদের ক্ষুদা নিবারন করতে পেরেছে তেমনি বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। এখন তারা আগের চেয়ে সুখী জীবন-যাপন করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা সচেতনতার সহিত জীবন পরিচালিত করছে যা তাদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক
সিডোপ, খুলনা